পতঞ্জলির কাল নির্দেশ: সমস্যা ও সমাধান

সুনন্দা হালদার
অতিথি অধ্যাপিকা, গলসী মহাবিদ্যালয়
গলসী, পূর্ব বর্ধমান

সংস্কৃত কবিগণের সময়কালরূপ জিজ্ঞাসার সদুত্তর সম্পূর্ণরূপেই সংশয়াচ্ছন্ন। অধিকন্তু সংস্কৃত কবিগণের সময়সারণী অনুধাবনে তদীয় কৃতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে সহায়ক নয়- অনুরূপ মতামত পোষণ করেন পরবর্তীকালীন গবেষকগণ। ভারবি,কালিদাস,ভাস প্রমুখের কাল নিরূপনাদি সংশয়ের সমাধানে উক্ত বক্তব্যের সারবত্তা বহুলাংশে প্রমাণিত হয়। তবে তদীয় গ্রন্থসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ কাল নিরূপনের সম্পূর্ণ সহায়ক না হলেও সংশয় নিরসনে কিঞ্চিৎ সহায়করূপেই পরিগণিত হয়। কিরাতার্জুনীয়ম্, রঘুবংশমাদি গ্রন্থপাঠে বিষয়টি পরিস্কৃত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবির স্থিতিকাল নির্ণয়রূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অনুমান প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই। কেবলমাত্র সংস্কৃত কবিগণের ক্ষেত্রেই অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাই-ই নয় পাশাপাশি তদীয় গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যাকর্তা রূপে স্বীকৃত ব্যাখ্যাতৃগণ(টীকাকারগণ) এর ক্ষেত্রেও সমান প্রাসঙ্গিক(?)। কালনিরূপণরূপ সংশয়ের পরিধি কেবলমাত্র কাব্যগ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমনটা নয়, ভাষাসাহিত্যের নির্দেশকরূপ শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও তৎপরিধি বিস্তৃত।

এককথায়বলাযেতেপারেসমগ্রসংস্কৃতবাঙ্ময় - ইকালসম্পর্কিতজিজ্ঞাসারপ্রশ্নেসম্পূর্ণরূপেরহস্যাবৃত।আলোচ্যপ্রবন্ধেঅদ্যাবধি প্রাপ্তচারজন , মতান্তরেপাঁচজন পতঞ্জলিনামক ব্যক্তির প্রকৃত সময়কাল অন্বেষণের মাধ্যমে পরিচয় নির্ণয় করা হবে। তত্প্রসঙ্গে আরোহরূপ গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হবে। গবেষণাকর্মে সহায়তার জন্য বহুল প্রচলিত গ্রন্থ মহাভাষ্য(অনেকের মতে মহামুনি পতঞ্জলি উক্ত গ্রন্থের কর্তা) , গার্গীসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের সাথে ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ রাজতরঙ্গিণী (একাধারে

ঐতিহাসিক গ্রন্থ, পাশাপাশি ঐতিহাসিক কাব্যও বটে) প্রভৃতি গ্রন্থও যুগপৎ আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবে।

আলোচনা পর্বের শুরুতে সমগ্র বিষয়টিকে দুটিভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে-১) বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে প্রাপ্ত পতঞ্জলি সম্পর্কিত আলোচনা, ২) ঐতিহাসিক গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি।

গোণর্দীয়বাগণিকাপুত্রনামেপরিচিতপতঞ্জলিপ্রাচীনভারতীয়ঋষিগণের মধ্যে অন্যতম। ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের প্রণেতারূপে তাঁর পরিচিতি থাকলেও ক্ষেত্র ছিল সীমিত এবং স্থিতিকালরূপ প্রশ্নও ছিল অমীমাংসিত।

যে কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা পতঞ্জলির সময়কাল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছতার আভাস দেয়,প্রাথমিক পর্বে সেগুলি আলোচিত হবে।

১)ভাষাবিজ্ঞান তথা সংস্কৃত ব্যাকরণের অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যগ্রন্থ পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্যের বিবৃতি অনুযায়ী ,খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে পতঞ্জলি আবির্ভূত হন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়দেশীয় বেশীরভাগ গবেষক কর্তৃক সমর্থিত এই সময়কাল।কাত্যায়ণ পাণিনির কৃতিসমূহের উপর ব্যাখ্যামূলক এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ভারতীয় বৌদ্ধিক পরম্পরায় গ্রন্থটিকে "মহাভাষ্য" রূপে স্বীকৃতি দান করেছে। গবেষক গনেশ শ্রীপাদ হুপারিকার-এর মতানুযায়ী এখানে "খণ্ড-অন্বয়" রূপ ব্যাখ্যান পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কেবল তাই নয় গ্রন্থ বিন্যাস,ব্যাকরণ এবং ভাষার দর্শন কেবলমাত্র ভারতীয় ধর্মসমূহকেই নয় এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মকেও প্রভাবিত করেছে।

২)যোগশাস্ত্রের বহুল প্রচারিত গ্রন্থ যোগসূত্রের প্রণেতা এবং সাংখ্যদর্শনের খ্যাতনামাআচার্যরূপেপরিগণিতপতঞ্জলিরস্থিতিকালখ্রীঃপূঃদ্বিতীয়শতকথেকেখ্রীষ্টিয়চতুর্থশতকেরমধ্যবর্তীসময়কেইগণ্যকরাহয়।যদ্যপিএতদ্বিষয়েমতানৈক্যবিদ্যমান।বেশিরভাগপণ্ডিতেরমতেখ্রীষ্টিয়দ্বিতীয়থেকেচতুর্থশতকেরমধ্যবর্তীকোনএকসময়েপতঞ্জলিআবির্ভূতহন।প্রসঙ্গতউল্লেখ্যউক্তগ্রন্থটিচল্লিশটিভারতীয়ভাষায়অনূদিতহয়েছে।

৩)চিকিৎসাবিজ্ঞানেরগ্রন্থ "পাতঞ্জলতন্ত্র" সহ অপরাপর গ্রন্থ যথা- "যোগরত্নাকর","যোগরত্নসমুচয়" এবং পদার্থবিজ্ঞান নামক গ্রন্থের প্রণেতারূপে পতঞ্জলির নাম প্রাপ্ত হয়।

৪)"চরকসংহিতা" গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "চরকবার্তিকে" প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতকে পতঞ্জলি নামধারী অপর এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন। তবে পি.ভি. শর্মাপ্রমুখসাম্প্রতিককালেরগবেষকদেরবক্তব্যঅনুযায়ীপতঞ্জলিনামধারীএকাধি

কব্যক্তিআসলেএকজনই।কিন্তুমহাভাষ্যাদিব্যাকরণগ্রন্থেরপ্রণেতাপতঞ্জলিপূর্বোক্তপতঞ্জলিহতেভিন্ন।

৫)
এতদ্ব্যতীততামিলশৈবসম্প্রদায়েরঅষ্টাদশতমঅনুগামীরূপেঅপরএকপতঞ্জলির নামউল্লিখিতহয়।

অদ্যাবধিপ্রাপ্তএকাধিকপতঞ্জলিরস্বরূপউদ্‌ঘাটনে কয়েকজন গবেষকের মত উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক) লুই রেনোউ প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকের মতে যোগদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থের প্রণেতা এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি।

খ) পরবর্তীকালে ১৯১৪ খ্রীঃ জেম্‌স উড উভয় ব্যক্তিকে একই ব্যক্তি রূপে স্বীকার করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে (গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিবরণ থেকে) জ্ঞাত হয় পাশ্চাত্য মতে (কিয়দংশের মতে) বিভিন্ন গ্রন্থের কর্তারূপে উল্লিখিত পতঞ্জলি নামক ব্যক্তি মূলত একজনই এবং অনুরূপ বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে ভোজ প্রণীত যোগসূত্র গ্রন্থের "রাজমার্তণ্ড" নামক টীকার প্রারম্ভিক শ্লোকে---

"যোগেনচিত্তস্যপদেনবাচাংমলংশরীরস্যচবৈদ্যকেন।

যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।।"

কথিত হয় মহামুনি পতঞ্জলি শেষজীবনে তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুরে স্থিত ব্রহ্মপুরীশ্বরের মন্দিরে যোগিক সাধনায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

এতাবৎবিবিধগ্রন্থেউল্লিখিতপতঞ্জলিরসময়কালআলোচিতহয়েছে, তদনন্তরনির্দিষ্টভাবেবহুলপ্রচারিতওনির্ভরযোগ্যগ্রন্থমহাভাষ্যেউল্লিখিতবিষয়গুলি পতঞ্জলিরআবির্ভাবএবংস্থিতিকালবিষয়েসিদ্ধান্তগ্রহণেসহায়কহবেবলেইতৎতৎবিষয়েআচার্যগোল্ডষ্টুকর, বেবরওআর. জি. ভাণ্ডারকরেরন্যায়প্রথিতযশাসমালোচকদেরমতামতপর্যালোচিতহবে।

পাণিনি 'অনদ্যতনেলঙ্'1সূত্রেঅনদ্যতনভূতঅর্থেবিদ্যমানধাতুরউত্তরলঙ্ প্রত্যয়হবারকথাবলেছেনএবংএপ্রসঙ্গেবার্ত্তিককারেরসংযোজন— এইঘটনাকেবললোকপ্রসিদ্ধিতেইবিদ্যমানএবংদর্শণবিষয়েএটিঅবিদ্যমানহলেও ক্রিয়া, প্রয়োগকর্তারদর্শণক্ষমতারঅধীনেথাকলেওলঙ্

বিভক্তিপ্রযুক্তহবে।মহাভাষ্যকারএতদ্বিষয়েঅত্যন্তসুচারুভাবেঅরুণদ্ যবনঃসাকেতম্ এবংঅরুনদ্ যবনোমাধ্যমিকান্ দুটিউদাহরণউপস্থাপিতকরেছেন।উপন্যস্তউদাহরণদ্বয়ে2স্পষ্টপ্রতীতহয়যবনকর্তৃকসাকেতওমাধ্যমিকেরঅবরোধ-
পতঞ্জলিকর্তৃকদৃষ্টহয়েছেএবংবিষয়টিসংশয়াতীতনাহলেওঘটনারবাস্তবতাসম্পর্কেমতানৈক্যেরঅবকাশথাকেনাএবংপতঞ্জলিরআবির্ভাবকালনিরূপণেপাশ্চাত্য সমালোচকগোল্ডষ্টুকরেরনিকটউক্তউদাহরণদ্বয়অন্ধেরযষ্টিরূপেপরিগণিত।

প্রসঙ্গতউল্লেখ্যসেকন্দরেরভারতআক্রমনান্তেগ্রীকজাতিযবনসংজ্ঞায়সংজ্ঞায়িত হলেও3মূলতআর্যেতরম্লেচ্ছজাতিসমূহইসচরাচরহিন্দুকর্তৃকযবনরূপেপরিগণিত হত।খ্রীঃপূঃ১৬০অব্দ-
খ্রীঃপূঃ৮৫অব্দপর্যন্তবাহ্লিকদেশেরাজ্যশাসনরতনয়জনগ্রীকনৃপতিরমধ্যেসমধিকপরাক্রমশালীএবংদিগ্বিজয়কুশলীনৃপতিহলেনমেনান্দ্র-
অনুরূপঅভিমতপোষিতহয়েছেঅধ্যাপকলাসেনকর্তৃক।4মনেরাখতেহবে, পতঞ্জলিউল্লিখিতসাকেতএবংঅযোধ্যাবস্তুতএকইঅঞ্চলযারশাসকছিলেনমেনান্দ্র ।উক্ততথ্যসমূহসঠিকবলেবিবেচিতহলেমেনান্দ্রেররাজত্বকালএবংপতঞ্জলিরস্থিতি কালউভয়বিষয়ইসমকালিনরূপেপরিগণিতহবে।সুতরাংখ্রীঃপূঃ১৪০-
১২০অব্দেরমধ্যবর্তীসময়েইপতঞ্জলিকর্তৃকসবার্তিক৩/২/১১১সংখ্যকসূত্রেরভাষ্য লিখিত্হয়েছিল5-
এতদ্বিষয়েসন্দেহেরঅবকাশথাকেনা।প্রসঙ্গতউল্লেখ্যমেনান্দ্রকর্তৃকস্বীয়সাম্রাজ্যেরপরিধিবিস্তারকালেসম্ভাবিতঘটনাসমূহেরমধ্যেস্বাভাবিকভাবেইঅযোধ্যাঅবরোধ ওপরিগণিতহয়।

অপরপক্ষে, ‘অরুণদ্ যবনোমাধ্যমিকান্’ উদাহরণস্থ ‘মাধ্যমিক’ শব্দটিগোল্ডষ্টুকরকর্তৃকনাগার্জুনস্থাপিতবৌদ্ধসম্প্রদায়অর্থেব্যাখ্যাতহয়েছে।তদতিরিক্তকাশ্মীররাজঅভিমন্যুএবংনাগার্জুনউভয়েইসমসাময়িকরূপেরাজতরঙ্গিনীতেউপস্থাপিতহয়েছেন।6উপরোক্ততথ্যানুযায়ীপরিজ্ঞাতহয়, অভিমন্যু, নাগার্জুন, এবংমেনান্দ্র – এইতিনজনব্যক্তিসমকালেবিদ্যমানথাকতেপারেননা।7

প্রসঙ্গতআচার্যবেবরেরমতটিপ্রণিধানযোগ্য।তৎপ্রণীত ‘ভারতবর্ষীয়পাঠ’ নামকগ্রন্থেবেবরবলেছেন –
কাশ্মীররাজঅভিমন্যুররাজত্বকালেনাগার্জুনেরপ্রতিপত্তিহতেতৎকর্তৃকস্থাপিতমাধ্যমিকসম্প্রদায়েরপ্রাচীনত্ববিষয়েসংশয়াতীতহওয়াযায়।

অপরপ্রাচ্যতত্ত্ববিশারদলাসেনেরমতানুযায়ী।পতঞ্জলিরসময়কালনির্ধারণরূপসংশয়নিরসনেখ্রীঃ৫-

৪৫অব্দেরমধ্যবর্তীসময়েঅভিমন্যুকর্তৃককাশ্মীরেরশাসনকার্যপরিচালনাকালেসংঘটিতঘটনাক্রমসহায়কহতেপারে।সেগুলিনিম্নরূপ---

ক) যবনকর্তৃকসাকেতঅবরোধ, খ) উল্লিখিতঅথবাতদেতরযবনকর্তৃকমাধ্যমিকঅবরোধ, গ) মহাভাষ্যপ্রণয়ন, ঘ) ৪৫-৬৫অব্দেরমধ্যকালেউক্তগ্রন্থেরপ্রতিঅভিমন্যুরযত্নপ্রদর্শন।

প্রথমতঃঘটনারক্রমঅনুযায়ী 'যবন' শব্দেকেবলমাত্রগ্রীকনৃপতিবর্গউদ্দিষ্টহলেভ্রমসঞ্চারিতহবে।কারণ, লাসেনেরমতানুযায়ীখ্রীঃপূঃ৮৫অব্দেভারতেগ্রীকরাজত্বেরঅবসানহয়।সুতরাংকেবলমাত্রগ্রীকনৃপতিগন-ইনন, পরবর্তীকালেইন্দো-সিথিয়াননৃপতিবর্গওযবন-পদবাচ্য।প্রসঙ্গতঃস্মর্তব্য।সাম্প্রতিককালেরঅযোধ্যাএবংসাকেতেরঅভিন্নতায় জ্ঞাতহয়, প্রসিদ্ধইন্দো-সিথিয়ান্ নৃপতিকণিষ্কব্যতীতঅপরকেউ-ই 'যবন' পদবাচ্যহতেপারেননা।

আবার,ভারতবর্ষেরপূর্বপ্রান্তপর্যন্তশাসনকার্যপরিচালনাকারীকণিষ্ককর্তৃকঅযোধ্যা অবরোধসম্ভবনয়।তথাপিদ্বিতীয়ঘটনাটিরসঙ্গেকণিষ্কেরসংযোগআপাতঅসঙ্গত রূপেইপরিজ্ঞাতহয়।কারণরূপেউল্লেখকরাযেতেপারে, অহিংসারআদর্শেবিশ্বাসীবৌদ্ধধর্মাবলম্বনএবংতদ্ ধর্মীকণিষ্কেরপক্ষেকোনবিশেষসম্প্রদায়েরওপরনিপীড়নমোটেওবিশ্বাসযোগ্যনয় ।

অবশ্যউক্তমতেরবিরুদ্ধাচারণপ্রাপ্তহয়হিউয়েনসাঙেরবক্তব্যে।তাঁর বক্তব্যানুযায়ী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বনের পূর্বে কণিষ্ক কর্তৃক উক্ত সম্প্রদায়ের নিপীড়ণ অসঙ্গত বোধ হয় না।

অধিকন্তু এতদ্বিষয়ে অনুরূপ বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য- পতঞ্জলির দৃষ্টান্তদ্বয় 'অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্' এবং 'অরুণদ্ যবনো মাধ্যামিকান্' কণিষ্কের অনুষ্ঠিত কার্যাবলী লক্ষ্য করেই উপন্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং লাসেনের গণনার যথার্থতায় গোল্ডষ্টুকর নির্দিষ্ট খ্রীঃ পূঃ ১৪০-১২০ অব্দের পরিবর্তে খ্রিষ্টাব্দ ২৫ অব্দ পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল বলে নির্দেশ করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে।৪

অধ্যাপক বেবরের বক্তব্যগুলিও পতঞ্জলির সময় নির্ধারণরূপ অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার অবলম্বন হতে পারে। প্রথমত, অধ্যাপক বেবর 'অরুণৎ' পদটির নিপীড়নার্থে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও রুধ্ ধাতু পীড়ার্থ বাচক নয়। এটি সচরাচর অবরোধ অর্থেই প্রযোজিত হয়ে থাকে। যাইহোক না কেন প্রস্তাবিত স্থলে মাধ্যমিক শব্দকে স্বনাম প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের দ্যোতক

না বলে স্বনাম প্রসিদ্ধ জনপদবাসী বলাই অধিকতর সঙ্গত। বৃহৎসংহিতাতেও মাধ্যমিক শব্দের উল্লেখ বর্তমান,9 মহাভারতেও ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তর পশ্চিমেই বোধহয় মধ্যপ্রদেশের অবস্থান।10

উক্ত আলোচনা অনুসারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মধ্যপ্রদেশের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যদিও এক্ষণে কোন যবন নৃপতি কর্তৃক মধ্যপ্রদেশের আক্রান্ত হবার ঘটনা আলোচনা আবশ্যক।

এতদ্বিষয়ে গার্গী সংহিতা রূপ প্রামাণ্য গ্রন্থকে অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমত, গার্গী সংহিতার ভবিষ্যতবাণী ব্যপদেশে নিবেশিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে আমরা জ্ঞাত হই, যবন গন কর্তৃক বিস্তৃত অধিকারের অন্তর্ভূক্ত সাকেত হতে মধ্যদেশ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যদেশই মাধ্যমিকগনের নিবাসভূমি এবং তৎস্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে পাটুলিপুত্রের অধিপতি শালিশূকের পর যবনগন সাকেত প্রভৃতি আক্রমণ করে মধ্যদেশে উপস্থিত হয়।11

উপরিউক্ত উভয়বিধ মতামত পর্যালোচনা আনতে বলা যায় গ্রন্থ সমূহের বিধৃত বক্তব্যসমূহের তুলনায় ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম-ই পতঞ্জলির সময় নির্ধারণরূপ সমস্যা সমাধানের মূল অবলম্বন হতে পারে। এবং তদনুযায়ী খ্রীঃ ২৫ অব্দকেই তার আবির্ভাব কাল রূপে চিহ্নিত করা অধিক সঙ্গত উপরন্তু গ্রন্থোল্লিখিত একাধিক পতঞ্জলির বর্ণনা সত্ত্বেও দ্বিধাহীনভাবে একক পতঞ্জলির অস্তিত্ব স্বীকারে সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না- অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

1. পা . সূ - ৩/২/১১১
2. বার্তিক–পরোক্ষেচলোকবিজ্ঞাতেপ্রয়োক্তুদর্শনবিষয়ে।
   ভাষ্য–পরোক্ষেচলোকবিজ্ঞাতেপ্রয়োক্তুদর্শনবিষয়েলঙ্‌বক্তব্য: অরুনদ্যবন:সাকেতম্।অরুনদ্যবনোমাধ্যমিকান্।পরোক্ষইতিকিমর্থম্।উদ গাদাদিত্য: ।লোকবিজ্ঞাতইতিকিমর্থম্।চকারকটংদেবদত্ত: ।প্রয়োক্তুদর্শনবিষয়ইতিকিমর্থম্।জঘানকংসংকিলবাসুদেব: ।
   কৈয়ট : -
   পরোক্ষেচেতিঅননুভূতত্বাৎপরোক্ষোঽপিপ্রত্যক্ষযোগ্যতামাত্রাশ্রয়েনদর্শন বিষয়ইতিবিরোধাভাব:।
3. w.w. Hunter's ' Orisa ' vol.i.p. 209

4. Indische Alterthumskunde . Vol.ii.p.322
5. Goldstucker's ' Panini ' p.234
6. "অথনিষ্কন্টকোরাজাকন্টকৌৎসাগ্রহারদ: ।
   অভীর্বভূবাভিমন্যু: শতমন্যুরিবাপর:।।১/১৭৪রাজতরঙ্গিনী
   তস্মিন্নবসরেবৌদ্ধাদেশেপ্রবলতাংযযু: ।
   নাগার্জ্জুনেনসুধিয়াবোধিসত্বেনপালিতা: ।।"১/১১৭রাজতরঙ্গিনী
7. গোল্ডষ্টুকরকেবলকিংবদন্তিরউপরনির্ভরকরিয়ানাগার্জ্জুনকেবুদ্ধেরপরলোক প্রাপ্তির৪০০বৎসরপরবর্তীঅর্থাৎখ্রিস্টপূর্ব১৪৩অব্দেরলোকবলিয়াস্বীকারকরে ছেন।কিন্তুরাজতরঙ্গিনীইহারবিরুদ্ধেপক্ষসমর্থনকরিতেছে।প্রামাণিকইতিহাস রাজতরঙ্গিনীকেউপেক্ষাকরিয়াকেবলজনশ্রুতিরউপরবিশ্বাসস্থাপনকরাযাই তেপারেনা।
8. Idischestudien -Vol.V
9. ভদ্রারিমেদমান্ডব্য - সাল্বনীপোজ্জিহানসংখ্যাতা: ।
   মকবৎসঘোষয়ামুন - সারস্বত - মৎস্য - মাধ্যমিকা: ।।বৃহৎসংহিতা১৪/২/
10. Preface to the Vrihat Samhita p.38.note
11. তস্মিন্পুষ্পপুরেরম্যেজনরাজশতাকুলে।
    ঋতুক্ষাকর্ম্মসূত: শালিশূকোভবিষ্যতি...
    সপ্তরাজানোভবিষ্যন্তিমহাবলা: ।।গার্গীসংহিতা।

গ্রন্থপঞ্জী

1. গুপ্তা রজনীকান্ত, পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিরআবির্ভাব-কাল-নির্ণায়ক প্রস্তাবকলিকাতা। সংবৎসর ১৯৩৩ |
2. Agarwal V.S.- INDIA AS KNOWN TO PANINI (A Study of the Cultural Material in the Ashtddhyi), England ,1963
3. Sharma K Madhava Krishna , Panini, Katyayana and Patanajali, Shri Lal Bahadur Rastriya Sanskrit Sansthan, March 1968
4. Cardona George - Panini A Survey of Research , University of Pensylvenia,MLBD, Delhi 1980
5. Mishra Ananda, Modeling the Pāṇinian System of Sanskrit Grammar , Heidelberg University Publishing, , 2019.